দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 SEP [illegible]

পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

172

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিক্ষা। আর প্রকৃত শিক্ষা তথা জ্ঞানার্জনের জন্য চাই শিক্ষার পরিবেশ। অথচ সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের শিক্ষার পরিস্থিতি ও

শিক্ষার পবিরবেশ যে কি অবস্থায় আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ ও অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সকল সচেতন নাগরিকেরই কাম্য'।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিবেশ মোটেই স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক নয়।

বলা বাহুল্য, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ ছাত্র রাজনীতির নামে একশ্রেণীর পেশাধারী অছাত্র ও বহিরাগত সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কলুষিত। এমতাবস্থায় কোন বিদ্যাপীঠেই আর সুষ্ঠু স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছে না। উপরন্তু আজকাল প্রায় সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবাঞ্ছিত, অস্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার বদলে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য,

অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রগুলোতে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সংঘর্ষ ও বোমাবাজি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতার পরিণতিতে শিক্ষাঙ্গন এক সাক্ষাৎ রণাঙ্গনে পরিণত হতে চলেছে। শিক্ষাঙ্গনে উপর্যুপরি সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও শৃংখলা অস্বাভাবিকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান শিক্ষা জীবনের অপচয় ছাড়াও সেশনজটের মত মারাত্মক দুরবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

এমনিতেই আমাদের মত দরিদ্র দেশে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে ছাত্র-ছাত্রীদের অধীর আগ্রহে অনেক সময় প্রতীক্ষা করতে হয়। তাছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ফলে যে শুধু শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা শিক্ষার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা নয়। এর খেসারত দিতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকেও। কেননা আমাদের শিক্ষার পবিত্র আঙ্গিনায় যেভাবে সশস্ত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সন্ত্রাস, গোলযোগ, সংঘর্ষ প্রভৃতি ঘটছে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে জাতি সুনিশ্চিতভাবে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাবে।

অতএব শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অরাজকতা রোধকল্পে অচিরেই সকলকে সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযোগী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য দমনে কর্তৃপক্ষকেও প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান